

সম্পাদকীয়

বিপ্লবের জেরে পর্যটনে
ভাটা, আশঙ্কার প্রহর
গুনছে নেপাল

জেন জি-র দিন বদলের লড়াই ও বিপ্লব একটু থিতিয়ে যেতেই এবার কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হিমালয়ের কোলে থাকা ছোট দেশ নেপাল। নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে কাঠমাণ্ডুতে এসেছে কার্যনির্বাহী সরকার। তাতে বিপ্লবীরা কিছুটা সন্তুষ্ট হলেও আম জনতা কিন্তু আশঙ্কার প্রহর গুণছে। কোথায় আশঙ্কা? দীর্ঘদিন ধরে হিমালয় ঘেরা দেশটির অন্যতম বড় অবলম্বন হল পর্যটন। সেই পর্যটনে আসতে চলেছে বড়সড় আখাত। দেশ জুড়ে আন্দোলন, রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে বিপুলভাবে ধাক্কা খেতে চলেছে নেপালের পর্যটন। আর তাতেই ঘুম ছুটেছে সাধারণ মানুষের। কারণ পর্যটক আসা বন্ধ হলে আর জুটবে না তাদের ভাতা চলবে না সংসার। এটাই এখন সবচেয়ে বড় আশঙ্কা নেপাল জুড়ে। গত কয়েকদিনের তথ্য বলছে, পর্যটন শিল্প কার্যত তলানিতে। চিন্তিত সরকার ও আমজনতা। গত বছর ১০ লক্ষ পর্যটক নেপালে এসেছিলেন। এই বছর তা বেড়ে ১৫ লক্ষ হবে বলে আশা ছিল। চলতি মাসের বিস্ফোভ এই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। নেপাল পর্যটন দফতরের দাবি, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। পর্যটকরা আসতেই পারেন। তবে এখন এসব কথায় কতটা চিড়ে ভিজবে বলা কঠিন। প্রত্যাশিত ভাবে তেমন সাড়াও মেলেনি। পাহাড়ের এই সুন্দর ছবির মত দেশে পর্যটন শিল্প অন্যতম আয়ের উৎস। এর থেকে বছরে ৩০০ বিলিয়ন রুপি আয় হয়। দেশের ১০ শতাংশ চাকরিও হয় এই সেক্টরে। সারা বছরই বিদেশি পর্যটকদের ভিড়ে সরগরম থাকে নেপাল। আগে দিনে গড়ে ৩,২০০ পর্যটক আসতেন, এখন তা কমে হাজারে ঠেকেছে। চলতি মাসে বিস্ফোভ আন্দোলনের জেরে ৫০ শতাংশ বুকিং বাতিল হওয়ায় উদ্বিগ্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণে। আগামী মাসেও ২৫ শতাংশ বুকিং বাতিল হয়েছে। নেপালের জিডিপি ৮ শতাংশই পর্যটন নির্ভর। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রও প্রবল চাপের মুখে। সরকারের আশা, পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হবে, ফের পর্যটকদের আগমনে সরগরম হয়ে উঠবে নেপাল। বিস্ফোভের জেরে হোটেল, বিমানবন্দর ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার মেরামত ও সংস্কারের গুরুত্ব দিয়েছে প্রশাসন।

শব্দবাণ-৪০২

১				২		৩
			৪			
৬			৫			৭
৮						
				৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পরিণয় ২. সুস্কন্ধ কার্কাষময়
শাড়িবেশ ৫. দুর্গাদেবী ৮. সাক্ষী ৯. ভাবী।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি ডালা
কুলো প্রভৃতি ৩. লক্ষ্মী ৪. যে বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন
করে না ৬. স্থান, ঠাই ৭. দুর্গাপূজার এক তিথি।

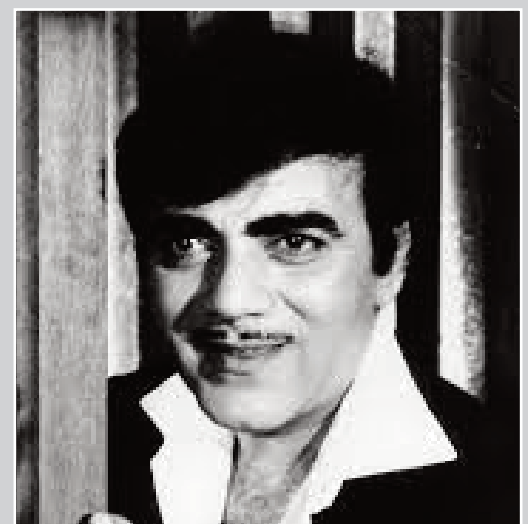
সমাধান: শব্দবাণ-৪০১

পাশাপাশি: ১. দুধেরছেলে ৪. কষ্ট ৫. ইয়াদ ৭. রন্ধন
৯. গদা ১১. সমাজপতি।

উপর-নীচ: ১. দুরছাই ২. রত ৩. লেকচার
৬. দলদাস ৮. নদীপতি ১০. গজ।

জন্মদিন

আজকের দিন



মেহমুদ

১৯৩২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা মেহমুদের জন্মদিন।

১৯৫৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা তাপস পালের জন্মদিন।

১৯৮১ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় দীপেন্দ্র বিশ্বাসের জন্মদিন।

শারদীয়া দুর্গাপূজা: কারও উৎসব, কারও বিলাসিতা!

স্বপনকুমার মণ্ডল

প্রয়োজন যখন আয়োজন হয়ে ওঠে, তখন তার নিষ্ঠায় পবিত্রতা বিরাজ করে। সেই আয়োজন যখন প্রয়োজনকে ছাপিয়ে বিস্তার লাভ করে, তখন তার আবেদন যেমন বেড়ে যায়, তেমনিই তার নিষ্ঠায় ফাঁক ও পবিত্রতায় ফাঁকি চলে আসে। অবশ্য সময়ের দাবিও তাতে ঘটার কপালে ফোঁটা দিয়ে থাকে। এভাবে পূজা উৎসবে মিলিয়ে যায়, বারোমাসে তেরো পার্বণের বিস্তার স্বাভাবিক মনে হয়। পূজার বৈচিত্র্যে উৎসবের বিস্তার। শুধু তাই নয়, আমুদে বাঙালি পূজাকে উৎসবে মিলিয়ে দিতেও অপার আত্মরিক। তার সরস প্রাণে রসিকের নিত্য আনাগোনা। স্বর্গের দেবদেবীদের নিয়েও তার ঠাট্টা তামাশার অভাব নাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার সুলভ পরিচয়। সেখানে তার বাঙালিকরণের ঝোঁক সর্বত্র। পার্বত্য এলাকার দেবদেবীও বাঙালির আপনজন হয়ে উঠেছে। সেখানে কৈলাসের শিব বা হিমালয়ের পার্বতী সবাই বাংলার ধূলিকণার সঙ্গে সম্পর্কিত। সেখানেই শেষ নয়, হরগৌরীর বিচিত্র রূপের পরিচয়ের মাধ্যমে বাঙালি নিজেকে নানা ভাবে খুঁজে ফিরেছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেই তার বিচিত্র পরিচয়। সেখানে অসুরনাশিনী মহামায়ার সঙ্গে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মহিমাই শুধু নয়, দেবীর পুত্রকন্যাকে নিয়ে পতিগৃহ থেকে পিত্রালয়ে আসার পূর্ব মেলবন্ধনের মধ্যে বাঙালি তার পারিবারিক সম্পর্ককেও খুঁজে নিয়েছে। আগমনি থেকে বিজয়া তারই পরিচয় পূজা উৎসবে মিলে যায়। অথচ সেখানে গরিবের উৎসব, বড়লোকের বিলাসিতা জেগে ওঠে।

আসলে যাদের দুর্গতির শেষ নেই, দেবী দুর্গা তাদের আরাধাই শুধু নয়, ত্রাতারূপী ভগবানের সহধর্মিণী ভগবতী। এই ভগবতী অতি সাধারণ দীনহীন মানুষের একান্ত আপন মাতৃরূপা দেবী। গ্রামগঞ্জে এখনও দেবী দুর্গা ভগবতী। দেবীর মাহাত্ম্য শুধু বাৎসরিক পূজার আয়োজনে বা প্রতিনিয়ত ত্রাতারূপী দশভুজার আরাধনাতে সীমিত নয়, বাঙালির যাপিত জীবনের সঙ্গেও বিজড়িত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অমরসুতি অহিফেন্সেসবী কমলাকান্তের মাধ্যমে বঙ্গদেশের মাতৃদেবী হিসেবে দেবী দুর্গাকে আরাধনা



করেছেন। আবার ভারতমাতার মধ্যেও দুর্গার ছায়া কায় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বাঙালিমানসে ‘বড় পূজা’ থেকে ‘পূজা’ বলতেই দেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটে। সেই পূজাই বাঙালির যাপিত জীবনের ক্যালেন্ডারে পরিণত হয়েছে। সারা বছরের অপার আনন্দ সেই পূজাকে কেন্দ্র করেই শুধু আবর্তিত হয় না, কল্পনা থেকে পরিকল্পনাও বিস্তার লাভ করে। এজন্য তার আগমনি অনেক আগেই বিজ্ঞাপিত হয়, বিসর্জনেও আগমনি জেগে থাকে।



‘ঠাকুর আসবে কবে’ প্রশ্নটিহের সামনে আসতেই উত্তর মেলে ‘বছর পরে’। যেন খুব তাড়াতাড়ি তার আগমন, শুধু সময়ের অপেক্ষা। শুধু তাই নয়, পরের বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ঘণ্টের মতো দুর্গা পূজার তারিখ সামনে চলে আসে। চলে নানা হিসেবনিকেশ। দুর্গা পূজার বনেদি বিস্তারই রয়েছে তার উৎসবের আভিজাত্য। অথচ সেখানে গরিবের আনন্দ যাপনের মধ্যেই ধনীরা প্রাচুর্যের বিলাস শুধু ভাবায় না, ধনীদরিদ্রের পার্থক্যকে আরও প্রকট করে

তোলে। নদীর জলের বিস্তার যত হয়, গভীরতা তার ততই কমে। উৎসবের প্রাচুর্যে তার বিস্তার যত ঘটেছে, তত পবিত্রতা কমেছে, ততই ভক্তি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেখানে আনন্দযাপনের লক্ষ্যেই এসেছে দেখনদারির প্রতিযোগিতা, আড়ম্বরের বিলাস। দরিদ্র মানুষের পক্ষে তা এটে ওঠা সম্ভব নয়, প্রত্যাশিতও নয়।

পণ্যায়িত বিশ্বে সবই পণ্য। সেখানে বিপণনই আপন, বাকি সব পর। দুর্গোৎসবের বিস্তারে সেই বিপণনীর আয়োজনকে স্বাভাবিক ভাবেই ছাপিয়ে যায়। প্রয়োজন যখন বিলাসী হয়ে ওঠে, তখন তার আকর্ষণের বিস্তার ঘটে, আভিজাত্য লাভে শুরু হয় দেখনদারির প্রতিযোগিতা। সেখানে বারোয়ারী পূজা থিমে পরিণত হয়, পূজার চেয়ে প্রতিমা প্রদর্শন বড় হয়ে ওঠে, ভক্তের জয়গায় দর্শনধী ভিড় করে। পূজার পবিত্রতা অস্থির আড়ম্বরমুখর প্রতিযোগিতায় নিঃশব্দ হয়ে ওঠে। চারপাচদিনের চোখ ধাঁধানো আলোর আয়োজনের মধ্যেই দীনহীন মানুষের অন্তজ অন্ধকার আরও প্রকট মনে হয়।

ব্যয়বহুল পূজার উৎসবে সামিল হওয়াই তাদের পক্ষে বিলাসিতার নামান্তর। অথচ তার পরেও নিরম অসহায়তার মধ্যেও দীনদরিদ্রের সেজে ওঠার আশ্রয় চেষ্টা, ভক্তি ভরে মাতৃদর্শনে ধুলোমাখা পায়েই পথচলা। বানভাসি হয়েও জলচোখেও দেবী দুর্গার মহোৎসবে মোতত উঠতে চায় তারা। অন্যদিকে প্রাচুর্যের আভিজাত্যে ধনীদর অস্থির বিলাসী আয়োজন। পূজার মরশুম মানেই ভোগেউপভোগে আকর্ষণ নিমজ্জিত থেকে জীবনকে নতুন করে আশ্বাসন। একদিক জীবন মেলামের মাঝে উৎসবের উচ্ছ্বাসের পরশে নিজেকে মেলাবার সদিচ্ছা, অন্যদিকে জীবনের উপভোগের আয়োজনে পূজাকেই মিলিয়ে নেওয়ার বিলাসিতা।

সেখানে গরিবের উৎসবই বড়লোকের উপভোগ্য হয়ে ওঠে। একদিকে সিদুর খেলার আড়ম্বর, অন্যদিকে বিসর্জিত প্রতিমার কাঠামো তুলে আনার প্রতিযোগিতা।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো বীরসা-বিশ্ববিদ্যালয়



বাঙালির ইলিশ প্রেম কি এখন বিলাসিতায় রূপান্তরিত!

সুপ্রিয় দেবরায়

বাঙালির শৌখিনতা খাওয়া এবং বেড়ানো। ছুটির দিনে কবজি ডুবিয়ে মাংস-ভাত আর অন্য দিনে পঞ্চবাঞ্জন সহিত মাছ-ভাত। সঙ্গে একটি মিষ্টি, যতই রঙের শর্করার আধিক্য থাকুক। আর এক অসাধারণ স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে বাঙালির মনে; ভরা মৌসুমে ইলিশ-ভাত। ইলিশের প্রতি বাঙালির পাগলামো, অন্য কোনও মাছের ক্ষেত্রে বোধহয় দেখা যায় না। ইলিশ কি শুধুই একটি মাছ? ইলিশ জড়িয়ে আছে বাঙালির আবেগের সাথে, তার স্মৃতির সাথে। সেই কোন ছোটবেলায়, বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, ‘খোকা’ ডাক শুনে বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে জানলা দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ত, অফিস-ফেরতা বাবার হাতে বোলানো গোটা ইলিশ। উজ্জাস ভরা চিংকার; মা, আজ রাতে থিড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা। সেইসময়, এক বাড়িতে ইলিশ ভাজলে সাত মহল্লা ছাড়িয়ে গন্ধ ভেসে যেত। কিন্তু এখন ইলিশ ভাজলে পাশের ঘরেও টের পাওয়া যায় না। কারণ নদীতে ঢুকতে না দিয়েই যে মাছ ধরা হয়। নদীতে অন্তত ৩০-৪০ কিলোমিটার সাঁতার কাটতে না দিলে তার স্বাদ হয় কী ভাবে? ইলিশের আসল স্বাদ তার তেল অর্থাৎ চর্বি থেকে। ডিম পাড়ার জন্য ইলিশ যখন সমুদ্র থেকে নদীর মিষ্টি জলে আসে, তখন তার শরীরে সঞ্চিত আয়োডিন বেরিয়ে যায় এবং তেল জমাতে শুরু করে। নদীর স্রোতের বিপরীতে ভাসার সময় এই তেল বা চর্বির পরিমাণ আরও বাড়ে আর ইলিশ আরো সুস্বাদু হয়। আষাঢ়ের বৃষ্টি যখন বমবমিয়ে নামে, বাঙালি তখন কেবল একটিই প্রার্থনা করে; পদ্মা মা, তোর কোল যেন ভরে ওঠে ইলিশে। কিন্তু পদ্মার ইলিশের জন্য কেন এই আকৃতিভরা প্রার্থনা! কারণ পদ্মার ইলিশ অন্য নদী অর্থাৎ হুগলি এবং অন্যান্য নদীর থেকে বেশি সুস্বাদু। পদ্মা নদীর শেষ গন্তব্য বঙ্গোপসাগর। পদ্মা বাংলাদেশে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়। পদ্মা নদী তার উৎপত্তিস্থল থেকে প্রায় ৩৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং পরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। তাই ইলিশ ডিম পাড়তে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে যখন পদ্মায় পৌঁছায়, তখন শরীরে পর্যাপ্ত চর্বি জমে যায় এবং অসাধারণ স্বাদ দেয়। আর যেখানে কলকাতা থেকে হুগলি নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হতে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। নর্মদা-ইলিশ গুজরাতে থেকে খাম্বাত উপসাগরের কাছাকাছি পাওয়া যায় এবং এ বছর ইলিশের চাহিদা মেটাতে বাংলায় সরবরাহ করা হয়েছে। এবং স্বাভাবিক কারণেই



নর্মদা-ইলিশ হুগলি কিংবা পদ্মার মতো সুস্বাদু নয়।

গত সপ্তাহে তুহিনা ফোন করেছিল। জানাল, বাংলাদেশ থেকে পদ্মা কন্যাদের আসার ছাড়পত্র মিলেছে, ১২০০ টনের। যদিও গত বছর ২,৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল ইউনুসের অন্তর্বর্তী

সরকার। ‘ইলিশ উৎসব’ হবে ২৭ তারিখ, তার বাড়িতে। গ্রুপের সজল, কাজল, মিঠা, বনানী; সবাই সম্মতি জানিয়েছে। একমাত্র আমি ছাড়া। জানালাম, এবার ছেড়ে দে। বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়, অনেক দায়িত্ব, সেই সুদূর বরোদা থেকে এসেছি। কিন্তু কে শোনে কার কথা,

নাছোড়বাদ। ‘ইলিশ উৎসব’ জয়েন না করলে, হুমকি দিল; ওরা কেউ অক্টমীর দিন আমাদের বাড়িতে পূজোর ভোগ খেতে আসবে না। অগত্যা, রাজি হতে হোল। জানাল, মেনু সব ঠিক হয়ে গেছে। শুরু হবে মাছের তেল আর ডিম দিয়ে খোঁয়া ওঠা গরম ভাত, সঙ্গে কাঁচালালু। তারপর মাছ ভাজা, কালোজিরে ফোঁড়ন দিয়ে লম্বা লম্বা বেগুন কেটে পাতলা মাছের ঝোল, ইলিশ ভাপা; আরও কত কী সব বলে গেল। সবাই মিলে নাকি রান্না করবে।

বাংলাদেশের জাতীয় রপ্তানি নীতি অনুসারে, শর্তসাপেক্ষে রপ্তানি পণ্যের তালিকায় রয়েছে ইলিশ এবং রপ্তানির প্রথম অনুমতি মিলেছিল ২০১৯ সালে। ইতিমধ্যেই খবরে প্রকাশ, ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে বর্নগাঁ সীমান্ত পরিয়ে ভারতে ঢুকল ৫০ মেট্রিক টন ইলিশ মাছভর্তি প্রথম ১০টি ট্রাক। আর শুরু হতে না হতেই এক নয়া বিপত্তি, রপ্তানিকারকরা নাকি ভারতে আর ইলিশ পাঠাতে রাজি হচ্ছেন না। কারণ বাণিজ্য মন্ত্রকের নির্ধারণ করে দেওয়া ভারতীয় মূল্য ১,০৫৭ টাকা কেজি প্রতি নামে, ইলিশ রপ্তানি করলে প্রচুর লোকসানের মধ্যে পড়ে থাকা মাছগুলি দেখেই মনের তৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা মেটানো আর কাটা রুই কিংবা কাতলার চার টুকরো নিয়ে বাড়ি ফেরা। সাধারণের জন্য কি তাহলে ইলিশ থিয়ে থিয়ে নাপালের বাইরে চলে যাবে, হয়ে উঠবে কেবল বিলাসিতার পণ্য!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে
আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই

Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR ISSUE TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.



ECOLINE EXIM LIMITED

CIN: U51900WB2008PLC127429

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name “Ecoline Exim Private Limited” on July 12, 2008 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Deputy Registrar of Companies, West Bengal with CIN: U51900WB2008PTC127429. Subsequently, our Company was converted into a Public Limited Company vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extraordinary General Meeting, held on July 01, 2024 and consequently the name of our Company was changed from “Ecoline Exim Private Limited” to “Ecoline Exim Limited” vide a fresh certificate of incorporation dated July 26, 2024, issued by the Assistant Registrar of Companies, Central Processing Centre bearing CIN: U51900WB2008PLC127429.

Registered Office: 8, G.C. Ghosh Road, Kolkata, West Bengal, India, 700048
Tel No: +91-89101-00252; **E-mail:** cs@ecoline.net.in; **Website:** https://ecoline.net.in/; **CIN:** U51900WB2008PLC127429
Contact Person: Sonum Jain, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTER: SUDARSHAN SARAOGI, SAURABH SARAOGI, SHRADHA SARAOGI, GUNJAL SARAOGI, SL COMMERCIAL PRIVATE LIMITED

“THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE i.e. NSE EMERGE .”

Incorporated in 2008, our Company is primarily engaged in manufacturing of wide range of sustainable packaging and promotional bags made out of cotton and jute. We are engaged in the export of these bags globally. During the Fiscal 2025, we exported our products to more than 27 countries. Our major export market is European Union, USA, Japan, and South East Asia and Mexico, etc. With the awakening of global market where more and more measures are being taken to reduce the use of plastics, we address to the alternate solution to use products which are sustainable, reusable and biodegradable, like bags made out of cotton or jute which are eco-friendly.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 54,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE “EQUITY SHARES”) OF ECOLINE EXIM LIMITED (“OUR COMPANY” OR “THE ISSUER”) AT AN OFFER PRICE OF ₹ 141/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 7,642.20 LAKHS (“PUBLIC OFFER”) COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF 43,40,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 6,119.40 LAKHS (THE “FRESH ISSUE”) AND AN OFFER FOR SALE OF 10,80,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS (“OFFER FOR SALE”) AGGREGATING TO ₹ 1,522.80 LAKHS COMPRISING; 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 352.50 LAKHS BY SUDARSHAN SARAOGI; 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 352.50 LAKHS BY SAURABH SARAOGI; 1,65,000 EQUITY SHARES AGGREGATING ₹ 232.65 LAKHS BY SHRADHA SARAOGI, 1,65,000 EQUITY SHARES AGGREGATING ₹ 232.65 LAKHS BY GUNJAL SARAOGI AND 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 352.50 LAKHS BY S.L. COMMERCIAL PRIVATE LIMITED (COLLECTIVELY REFERRED AS “PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS”) OUT OF WHICH 2,72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 141/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 383.52 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE “MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 51,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 141/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 7,258.68 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE “NET OFFER”. THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE 26.42% AND 25.09% RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS RS.10 AND THE OFFER PRICE IS RS. 141/- EACH. THE OFFER PRICE IS 14.10 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE
ANCHOR INVESTOR OFFER PRICE: RS. 141/- PER EQUITY SHARE. THE OFFER PRICE IS 14.10 TIMES OF THE FACE VALUE

BID/ OFFER PERIOD

ANCHOR INVESTOR BIDDING DAY & DATE WAS: MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025

BID/ OFFER OPENED ON: TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025

BID/ OFFER CLOSED ON: THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025

RISKS TO INVESTORS:

- The global scope of our operations exposes us to risks of doing business in foreign countries, including the constantly changing economic, regulatory, social and political conditions in the jurisdictions in which we operate and seek to operate, which could adversely affect our business, financial condition and results of operations.
- Our business is vulnerable to variations in demand of cotton or jute bags, timely identification of evolving fashion trends and creating new designs. Changes in consumer preferences, could have an adverse effect on our business, results of operations and financial condition.
- We do not have long term agreements for supply of our raw materials. If we are unable to procure raw materials of the required quality and quantity, at competitive prices, our business, results of operations and financial condition may be adversely affected. Majority of our raw materials are sourced from few key suppliers. Discontinuation of operations of such suppliers may adversely affect our ability to source raw materials at a competitive price.
- Our business is dependent on our manufacturing facilities and we are subject to certain related risks; Unplanned slowdowns, unscheduled shutdowns or prolonged disruptions in our manufacturing operations could have an adverse effect on our business, results of operations, cash flows and financial condition.
- Our business is labour intensive and any unavailability or shortage of labour or any strikes, work stoppages, increased wage demands by workmen or changes in regulations governing hiring of labour may have an adverse impact on our cash flows and results of operations.
- Our plan to set up the proposed Factory V for manufacturing of bags along with additional weaving unit at Ahmedabad is subject to risks, including implementation delays, cost overruns, and substantial upfront capital expenditures before we realize any benefits.
- We rely on outsourcing a certain proportion of our production processes and activities to third-parties. Any inability to obtain sufficient quantities of processed material of the requisite quality in a timely manner and at acceptable prices, or a slowdown, shutdown or disruption in such third parties' operations and performance, could adversely affect our business, results of operations and financial condition.
- We are dependent on certain key customers for a substantial portion of our revenues. Loss of relationship with any of these customers may have a material adverse effect on our profitability and results of operations.
- A SEBI order issued against one of our Promoter Group entity, which is currently untraceable, may, if adverse, have reputational or regulatory implications for our Company.
- If we are unable to estimate the demand of our products accurately and are unable to maintain an optimal level of inventory, our business, results of operations and financial condition may be adversely affected.
- The Merchant Banker associated with the Offer has handled 67 public issues in the past three years, out of which 2 SME Issues were closed below the Issue Price on listing date.

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	65	2 (SME)

PROPOSED LISTING: Tuesday, September 30, 2025*

The Offer was being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (“SCRR”) read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Offer was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (“QIBs”, the “QIB Portion”), Our Company in consultation with the Book Running Lead Manager has allocated up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (“Anchor Investor Portion”). Further, not less than 15% of the Net Offer was made available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders (out of which one third was reserved for applicants with an application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more 10,00,000 and two-thirds was reserved for applicants with application size of more than 10,00,000) and not less than 35% of the Net offer was made available for allocation to Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount (“ASBA”) process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of Individual Investors using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors were not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see “**Offer Procedure**” beginning on page 293 of the Prospectus.

The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE. For the purpose of this Offer, the designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited. The trading is proposed to be commenced on or before September 30, 2025*

*Subject to the receipt of listing and trading approval from the NSE (“**NSE Emerge**”).

SUBSCRIPTION DETAILS

The bidding for Anchor Investors opened and closed on September 22, 2025. The Company received 12 Anchor Investors applications for 23,18,000 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation price was finalized at ₹141/- per Equity Share. A total of 15,43,000 Equity Shares were allotted under the Anchor Investors portion aggregating to ₹ 21,75,63,000/-.

The Offer (excluding Anchor Investors Portion) received 4,732 Applications for 2,21,74,000 Equity Shares (before considering invalid bids, Other than RC10 Transaction declined by Investors, RC10 Mandate not accepted by Investors and Withdrawal/ Cancelled Bids reported by SCSB and rejections) resulting 5.72 times subscription (including reserved portion of market maker and excluding anchor investor portion). The details of the Applications received in the Offer from various categories are as under (before rejections):

Detail of the Applications Received (excluding Anchor Investors Portion):

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (Rs.)
1	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchor Investors)	12	97,92,000	10,30,000	9.51	1,38,06,72,000.00
2	Non Institutional Investors - above Rs. 2 Lakhs and Upto Rs. 10 Lakhs	415	12,92,000	2,58,000	5.01	18,21,72,000.00
3	Non Institutional Investors -Above Rs. 10 Lakhs	343	28,96,000	5,15,000	5.62	40,83,36,000.00
4	Individual Investors	3,961	79,22,000	18,02,000	4.40	1,11,68,44,000.00
5	Market Maker	1	2,72,000	2,72,000	1.00	3,83,52,000.00
	TOTAL	4,732	2,21,74,000	38,77,000	5.72	3,12,63,76,000.00

Final Demand:

A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/ Offer Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Share Total	Cumulative % of Total
1	134	30000	0.10	30000	0.10
2	135	6000	0.02	36000	0.12
3	136	4000	0.01	40000	0.13
4	137	4000	0.01	44000	0.14
5	138	4000	0.01	48000	0.15
6	139	6000	0.02	54000	0.17
7	140	6000	0.02	60000	0.19
8	141	31012000	99.81	31072000	100.00
	TOTAL	31072000	100.00%		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the designated Stock Exchange, being National Stock Exchange of India Limited (“**NSE Emerge**”) on September 26, 2025.

1) Allotment to Individual Investors (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at the Offer Price of ₹ 141/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 4.40 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 18,02,000 Equity Shares to 901 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio		Total No. of shares allocated/ allotted
2000	3,914	100.00	78,28,000	100.00	2000	26	113	18,02,000

- Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Individual Promoters are

Sr. No.	Name of the Promoters	No. of share held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Sudarshan Saraogi	37,19,758	0.43
2.	Saurabh Saraogi	52,13,278	1.90
3.	Shradha Saraogi	17,61,480	1.44
4.	Gunjal Saraogi	14,54,460	0.71
5.	SL Commercial Private Limited	17,92,140	2.60

and the Offer Price at the upper end of the Price Band is Rs. 141/- per Equity Share.

- The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2025 for the company at the upper end of the Price Band is 12.11
- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2025, 2024, and 2023 is 27.54%.
- The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last one year, 18 months and three years from the date of Prospectus is as given below:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Upper end of the Price Band (Rs. 141/-) is “X” times the weighted Average cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)
Last one year, 18 months & three years preceding the date of the Prospectus.	Nil	Nil	Nil

- The Weighted average cost of acquisition compared to Floor Price and Cap Price.

Types of transactions	Weighted Average Cost of Acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e. ₹ 134/-)	Cap price (i.e. ₹ 141/-)
Weighted average cost of acquisition of primary/new issue.	NA^	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition for secondary sale/acquisition.	NA^^	NA^^	NA^^
Weighted average cost of acquisition of primary issuances / secondary transactions.	0.00	582.60 times	613.04 times

Note:

^There were no primary/ new issues of shares (equity/ convertible securities) other than Equity Shares issued pursuant to a bonus issue on August 20, 2024 in last 18 months prior to the date of Prospectus.

^^There were no secondary sales/acquisition of shares of shares (equity/ convertible securities), in last 18 months from the date of Prospectus.

2) Allotment to Non-Institutional Investors (More than ₹ 200,000 and up to ₹ 1,000,000) (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Offer Price of ₹ 141/- per Equity Share was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 5.01 times (after rejection). The total number of Equity Shares Allotted in this category is 2,58,000 Equity Shares to 86 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

S. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No of equity shares	Ration of allottees to applicants		Total No. of shares allocated/allotted
1	3,000	393	95.16	11,79,000	91.68	3,000	82	393	2,46,000
2	4,000	9	2.18	36,000	2.80	3,000	2	9	6,000
3	5,000	3	0.73	15,000	1.17	3,000	0	3	0
4	7,000	8	1.94	56,000	4.35	3,000	2	8	6,000
	Total	413	100.00	12,86,000	100.00				2,58,000

3) Allotment to Non-Institutional Investors (More than ₹ 1,000,000)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Offer Price of ₹ 141/- per Equity Share was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 5.62 times (after rejection). The total number of Equity Shares Allotted in this category is 5,15,000 Equity Shares to 171 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

S. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No of equity shares	Ration of allottees to applicants		Total No. of shares allocated/ allotted
1	8,000	319	93.00	25,52,000	88.12	3,000	1	2	4,80,000
2	9,000	7	2.04	63,000	2.18	3,000	4	7	12,000
3	10,000	5	1.46	50,000	1.73	3,000	3	5	9,000
4	11,000	3	0.87	33,000	1.14	3,000	1	3	3,000
5	14,000	2	0.58	28,000	0.97	3,000	1	2	3,000
6	16,000	1	0.29	16,000	0.55	3,000	0	1	0
7	17,000	2	0.58	34,000	1.17	3,000	1	2	3,000
8	18,000	2	0.58	36,000	1.24	3,000	1	2	3,000
9	34,000	1	0.29	34,000	1.17	3,000	0	1	0
10	50,000	1	0.29	50,000	1.73	3,000	0	1	0
11	0	All applicants from Serial no 01 to 10 for 1 (one) lot of 1000 shares				1,000	2	171	2,000
	Total	343	100.00	2896000	100.00				5,15,000

Please note: 1 lot of 1000 shares shall be allocated to 2 allottees amongst 171 successful allottees from category 8000 to 50000 in the ratio of 2:171.

4) Allotment to Market Maker: The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Offer Price of ₹ 141/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e. for 2,72,000 Equity shares the total number of shares allotted in this category is 2,72,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% of total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
2,72,000	1	100.00	2,72,000	100.00	2,72,000	FIRM	2,72,000

5) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Rejections):

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹ 141/- per Equity Share has been done on a proportionate basis in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 9.51 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 10,30,000 Equity Shares, which were allotted to 12 successful Applicants.

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	VCs	Total
QIB	-	-	-	7,97,000	1,84,000	37,000	12,000	10,30,000

Continued on next page



পুজোয় বাংলার বনেদিয়ানা বহাল
বাগবাজার সার্বজনীনে



শুভাশিস বিশ্বাস

শ্রবণ কলকাতার প্রাচীন ও মনে হয়, এই হলো বাঙালির 'ম
ঐতিহ্যবাহী পূজাগুলির মধ্যে দুগ্ধ'।
অন্যতম এই বাগবাজার সার্বজনীন এ
যে পূজা দেখতে শহর ও
শহরতলির থেকে মানুষের চল নামে
বাগবাজার স্ট্রিটে যে পূজা না দেখ
কেনে মনে হয় কী একটা যেন অপরূ
থেকে গেলা বছরের পর বছর ধরে
স্মৃতিতে গেঁথে-বাওয়া ওই বিশাল
একচাকার প্রতিমার মধ্যে লুকিয়ে
সাধকে এক রাজকীয়তা। ডাকের সঙ্গে
থাকত ওই বিজড় মুকুটের তলায় ও
মাতৃমুখ হার মানায় যে কোনও থিমের
পূজাকে। হেলফ করে বলা যায়,
হরের পূজা উন্মোচনের থিমায়িত
পূজা আমরা যাই দেখি না কেন
আমাদের মনে থাকে বাগবাজারের
ও পূজার কথা। যে প্রতিমার মুখ খ
বরের কাগজ থেকে চিট মাখা
বিজ্ঞাপন আর শুভেচ্ছাবার্তায়
একটিবার দেখলেই চিনতে পারি এটা
হল সেই বাগবাজারের প্রতিমা। তার
জল আলাদা কোনও কাপনোদ
প্রয়োগে পড়ে না। হরের পর হর
ব্রহ্মা

এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা ন
বললেই নয়। শ্বেতশুভ্রে ঢাক
প্রতিমার গড়ন একই থাকে প্রতের
বহর। দেবীর দুপাশে থাকেন
কন্যা সন্তান, আর ঠিক তাঁর নিচেই
থাকেন তাঁর পুত্র সন্তানরাও। সময়ে
সাময়িক্যে একটু পাল্টেছে হয়তো
কিন্তু প্রতিমার একই রদ্য।' মায়ের
ডান পা সিংহের উপরে, বা মায়ের
আঙুল মহিষের উপরে। মহামায়ার
চরণপার্শ্বেই মহিষরূপী অসুরের
মুক্তি। আর নজরকাড়া আরও একটি
ব্যাপার হল বাগবাজার মায়ের মুকু
আগে এই প্রতিমার মুকুট রাখা হত
সাড়ে আট থেকে নয় ফুট। তার
কিন্তু দল ঘটেছে, বেশ কয়েক
বছর হয়েছে। ১০ ফুট
বাহার করা হয়ে থাকে লোহার
তাল। বিখ্যাত প্রথমা শিল্পী জিতেন্দ্র
পাল বহু প্রতিমার হরের প্রতিম
গড়েছেন। পর ওঁর দই ছেলে

এই প্রতিমা একই থেকে গেছে। আর
হ্যাঁ, এই প্রতিমার মুখখানা দেবলোক
মনে হয়, এই হলো বাঙালির 'ম
দুর্গা'।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা ন
বললেই নয়। শ্বেতশ্রেণ চাক
প্রতিমার গড়ন একই থাকে প্রত্যেক
কল্প। দেবীর দুপাশে থাকেন ভৈ
বন্যা। সন্তান, আর ঠিক তাঁর নিচে
থাকেন তাঁর পুত্র সন্তানগণ। সমস্ত
সাজসজ্জা একটু পাশেই ছেঁয়ে
কিন্তু প্রতিমার একই রূপ, বা
জান পা শিখের উপরে, মাঁ পায়ের
আঙুল মহিষের উপরে। মহামায়ার
চরণপদ্মেই মহিষরূপিী অসুরের
চরণ। আর নন্দনচাক্রা আরও একটু
ব্যাপার হল বাগবাজার মায়ের মুকুট
আগে এই প্রতিমার মুকুট রাখা হত
সাদো মাট থেকে নয় ফুট। তাহ
কিছুটা বদল ঘটেছে, বেশ কয়েক
বছর ধরে। এই পুজোয় প্রতিমার মুকু
বদল হচ্ছে ১০ ফুট। এই মুকুটে
ব্যবহার করা হয়ে থাকে লোহার
তার ও বিখ্যাত প্রতিমা শিল্পী জিতেন্দ্র
পাল বহু বছর বাগবাজারের প্রতিমা
গড়েছেন। বাগবাজার এই বই ছেলে

কার্তিকচন্দ্র আর সাধনচন্দ্রের
সাহিত্যের সার্জনগণের এই মাতৃ
প্রতিমা গড়নে। আরও একটা বৈশিষ্ট্য
আছে এই পুজোয়। সব পুজে
উদ্ভাটনার লেখ্য 'সর্জনীন', তবে
বাঙালিগণের (নাথ) হয় 'সার্জনীন'
এবারে প্যাঙ্কলে তৈরি হচ্ছে দক্ষিণ
ভারতের মীলানী মন্দিরের আদলে
কাঁচ, বাঁশ, রঙিন আলো, আরার
কারিগরদের হস্তে ছোঁয়ায় গড়ে
উঠছে এক অপূর্ব স্থাপত্য।*

বাংলা দুর্গাপুজোর সঙ্গে
বনোমীয়া ও বাবাগণের সার্জনীন
দুর্গোৎসব এই দুটি শব্দ যেন একে
অপসর পরিস্পরক। উত্তর কলকাতার
গঙ্গাশাড়েও একটা পুজো কী করে
বঙ্গজীবনমুখি ও সম্ভার অংশ হয়ে
উঠল তা জানতে গোলে ফিরতে হবে
এই পুজোর শিকড়ে। ১৯৩০ সালে
তখনকার কলকাতা পুরসভার মেয়রদের
সুভাষচন্দ্র বসু ও কলকাতা পুরসভা
অন্তর্যামীন দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভাল ধরেই মূলত এই পুজো বড়
আকার ধারণ করে। এরও বছর দশক
আগে পুজোর গুরু দেশবর্জ
চিত্তপঞ্জদান শ্যাম থেকে পুজো করে ব

বিশিষ্টাও এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্তাপতি ছিলেন ১৯০৩-৩৪। দুর্দফায় সত্তাপতি ছিলেন স্যর হরিশঙ্কর পাল; প্রেসিডেন্সি কলেজের এই ছাত্রটি বাল্য বয়সকৃষ্ণ পালের ওপরে ববসা সামলেছেন। ত্রিশ না পেরোতেই ইউরোপ গিয়েছেন। টানা ২২ বছর কলকাতা কর্পোরেশনে বিনা প্রতিনিধিত্ব কাজে কাউন্সিল নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪০-৪২ সত্তাপতি কুমার বিন্ধনাথ রায়; দেশব্রতী, শিক্ষা ও খেলাধুলার উদ্ভিততে অকৃষ্ণ দাভ, সত্যাবাদিক-সম্পাদক। সবচেয়ে উজ্জ্বল নানা সুভাষচন্দ্র বসু, আমানের নেতাজি। যিনি ১৯৩৮-৩৯ সালে ছাড়াবাজের দুই সত্তাপতি ছিলেন। রায়গোয়ার পুজোর প্রাণপুরুষ, বিন্দুনাথ ও কৃষ্ণচন্দ্র দাশের সুযোগ্য উত্তরসূরি সারলাচরণ দাশ পুজোর সত্তাপতি ছিলেন ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত। পুজোর 'উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সত্তাপতি' তালিকাও সম্পূর্ণ খতি। এই তালিকা রয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে আশপাশের ব্রী, শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে বাল্যক প্রমোচরীরা নানা। পুজোর সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও নানা বছরে সত্তাপতিও কেউ দেখা গেছে সুভাষচন্দ্র বসু, ড. ত্রিভুণ্ডে সেন, তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বিকাশ রায়কর।

বাণবাজারের পূজার ইতিহাস
 ঘটিতে গলে সামনে আসে আরও
 বেশ কিছু তথ্য। আন্তে এই সময়ে
 দুর্গাপূজা করতেন মূলত
 পদ্মাওয়ালা বাঙালি 'বাবু'রা। সে
 খেকে অনেক বেশি ছিল আড্ডার
 পূজাকে ঘিরে চমতো টাকার গরম
 দেখানো। আর অভিজাতের গুমার
 দেখানোর পালা। এনহি এক বাবু
 পূজায় একবার অপরমানিত হয়ে
 প্রসাদ না পেয়েই ফিরে গিয়েছিলেন
 এলাকার দায়ে। এরপরেই ঠিক
 হয়ে, সবাই মিলে দুর্গাপূজা করতেন,
 যেখানে উঁচু-নিচু ভেদ থাকবে না।
 ১৯১৮ সালে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার
 পরে ১৯১৯-শুরু হয় এই পূজার।
 কাছই নেবুগালান দেন এবং
 বাণবাজার স্ট্রিটের মোড়ে ৫৫ নম্বর
 বাণবাজার পরিচিতি। স্থান আর নাম
 থেকে তা স্পষ্টই হয় 'নেবুগালান'
 বারোয়ারী বলেই। ১৯২৬-এ এই
 নেবুগালান বারোয়ারীই নাম পাল্টে
 হলে 'বাগবাজার সর্বজনীন'
 দুর্গপূজা'র। তবে পূজার স্থান
 পরিবর্তন হলেও প্রতিমার রূপের
 কোনও বদল ঘটেনি বাণবাজার
 সর্বজনীন-এ।
 এরপর ১৯৩০-এ সলিসিটর

পূজোরে রোজিষ্টেশন। দূর্গাপূজার
সম্প্রদায় 'প্রদর্শনী' চালু করছে ফেব্রু-
য়ারি মাসে। এই দুর্গাপূজারই তুমিক। তখন
শিল্পে স্বদেশি জোয়ার। দেশজ শিল্পের
উদ্ভাবক-কলা নানা ধরনের প্রদর্শনের
সময় থেকে শুরু ছিলেন এই দুর্গাচরণ।
দেশবন্ধু চিত্রপুস্তক দশ থেকে বহুতর
'মুচুটীয়া' নামে। পূজা-লাগোয় এই
প্রদর্শনী আসলে স্বদেশি শিল্প মেলাই
করানো। ফলে বাণিজ্যের এই
পূজা হয়ে উঠল মাতৃ-আরাদানের
সম্প্রদায়ের একটি এক মেলবন্ধন।
আর এই কারণেই পূজা পরিচিত
বাণিজ্যের স্বদেশি দুর্গোৎসব ও
প্রদর্শনী নামে।

মহাস্মীর দিনে বাগবাজারের
পুজোয় পালিত হয় ‘বীরস্মিতি’। এই
‘বীরস্মিতি’ যত না শাশ্বতধৈর্য, তারও
বেশি জাতীয়তাবোধ আর দেশপ্রেমের
সন্ধানক্ষমা। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে স্বদেশি
হাওয়ায় অস্ত্রীরা সকলেই এই পুজোর
ভাঙো লাঠিখেলা, ছুরি খেলা, কুস্তির
দেখতে দেশজ হেলা তত। সাহেরাই
শক্তিমামা, বাঙালি ভাঁর, দুর্বল, এই
বিষমসা ভাঙতেই বীরস্মীর
উদ্‌যাপন। আজও অস্ত্রীমতে সেই
ট্রাডিশন অব্যাহত। সময়ের সঙ্গে
চালাখেলা আর ঘুরি খেলার স্কে
সঙ্গে জড়চ্ছে জুডো, কারাতে,
কুস্তিও। শুধু প্রতিমাই নয়, বাগবাজার
সর্বজনীন হয়ে এ পুজোয় সিঁদুর খে
বারনার সঙ্গেও মিশে আছে জৈত্রী।
মহাস্মীর দিন সকালে প্রতিবছর
প্রতীতিমতি মেনে এখানে মহামুখমণ্ড
খেলা হয়। পুজুর শহরের বন্ধ
সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে সাধারণ
মানুষ এই সিঁদুর খেলার জন্য বেছে
নেবেন বাগবাজারে। সিঁদুর খেল
মেকেনে পান পাওয়া বরণ করিয়ে মিলে
মুখ করাণো হয়। সঙ্গে চাকের তালে
ফেরে নাও। এই প্রসঙ্গে একটা কথা
বাধেঘয় না বললেই নয়, বর্তমান
থিমের ভিড়ি অভিভাজ্য ও
সার্বিকিয়ানার স্মৃতি ধীরে ধীরে
হারাবেছে বাঙালি এই দুর্গাপুজো
এইরাই মাঝে উত্তর কলকাতার বুকে
এক চেটিয়া স্বাতন্ত্র্য ধরে রেখেছে
বাগবাজার সার্বজনীন। শুধু তাই নয়,
সাংস্কৃতিক অর্থে এই পুজো
সার্বজনীনও বটে।

৬৫তম বর্ষে উজ্জ্বল দক্ষিণ কলকাতার অজেয় সংহতি

জিন্দগ প্রতিবেদন: দক্ষিণ কলকাতার
 অজয়ে সংঘটিত ক্লাব এবার পাঁচ রায়ল
 ৬৬২ মম বর্ষে। এই পুজোতে এশাবের
 থিম ‘সর্বসংসা’ এই নামের মধেই
 লুকিয়ে আছে এক গভীর শর্শন। শিল্পী
 অমর সকারের পরিকল্পনা
 ভাষাভাষী এই বহু অগ্নিক সংঘর্ষের
 সন্মানে সেজে উঠেছে। ক্লাবের পুজো
 উদযোজ্ঞার জ্ঞান, ‘সব কিছু
 শব্দই শক্তিই হল সর্বসংসা। সেই
 শক্তির ন্যাসের মধ্য সব চেয়ে বেশি
 দেখা যায়। নারী শ্রমিক, য়ার
 দিন-রাত নিলস ভাবে কাজ করে
 চলেছেন পাশাপাশি তাঁরই সংসারও
 সামাচ্ছেন। পুরুষের পাশাপাশি
 তাঁরাও এখন সবসময় সামাজের
 প্রতি দায়বদ্ধ, এটাই থিমের মাধ্যমে
 তুলে ধরা হয়েছে। আর এই ভাবনা
 তুলে ধরতে মঞ্চেপর বিশাল
 দেওয়ালে খোদাই করে তৈরি হচ্ছে
 নানা নকশা। এইসঙ্গে থাকছে নানা
 ধরনের চিত্রকলা ও প্লাইউডের কাজ
 পাশাপাশি কাঠের নানা উপকরণ
 দিয়ে সামাজোই হয়েছে মণ্ডপ।



খিমে এবছরেও অভিনবত্বের
চমক নাকতলা উদয়ন সংঘে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ কল
পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম নাকতলা
উদয়ন সম্ভ্র প্রত্যেকবারই তাদের
অভিনবদ্বের চমক। এবারও তা
আলো-আঁধারিতে ঘেরা মণ্ডপ
সঙ্গেই শুরু হয়েছে জনস্রোত। এবার
‘অপর্ণা’ মণ্ডপে নানা শিল্পকলায়
পৌরাণিক সব কাহিনী। এখানে দুর্গা
মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। রয়েছে পৈ
মুখে দেখলে মনো হলে যেন একটা
হয়েছে সেই দুর্গা প্রতিমা।

শুধুমাত্র শিক্ষকগণেরই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
পৌরাণিক কাহিনির বর্ণনা নিয়েও রাখা হয়েছে মণ্ডপের
একপাশে। কর্ণের তর্পণ বা রাখের অঙ্কল বোধধরে
কাহিনি দেখানো পড়তে পারবেন দর্শনাধীরা। প্রতিটি
কাহিনির এই কী তাৎপর্য, কী অর্থ, সেটাও লেখা রয়েছে
মণ্ডপের আলোকসজ্জাও চোখে পড়ার মতো। থিমের
রূপকারের নাম রিতু দাস।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর খুলে দেওয়া হয়েছে নাকতলা
উদ্যান সবেশের মণ্ডপ। দলে দলে ভিড় জমাচ্ছে সাধারণ
মানুষ। বৃষ্টি উপেক্ষা করে দেখতে যাচ্ছেন নাকতলার
পার্শ্ব।



গত প্রায় এক মাস ধরে আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন পূজোর প্রস্তুতি, পূজো নিয়ে বিভিন্ন লেখা পাঠকের কাছে নিয়ে এসেছি। আমাদের সীমিত স্থান ও সামর্থ্যে যতটা সম্ভব সচেষ্ট থেকেছি। আজ শেষ হল আমাদের পূজো সংক্রান্ত এবারের পরিক্রমা। আগামীতে আরও ভালোভাবে আসব এই আশা নিয়ে এবারের মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি। সকলকে জনাই শুভ শারদীয়র আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বহরমপুর নৃত্যাশ্রমে উদযাপিত বর্ণময় শারদ উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: বহরমপুর মহা
চতুর্থীর পুন্য লগ্নে, বহরমপুর
নৃত্যাশ্রম এক মনোরম সাংস্কৃতিক
সম্ভার মাধ্যমে উদযাপন করলো
শারদ উৎসব।



শিল্পী সংগীত পরিবেশন করেন এই
শারদ উৎসবে।
মোট ৬০ জনেরও বেশি শিল্পী

এই সন্ধ্যায় মঞ্চে অংশগ্রহণ করেন
যারা মুগ্ধ করে রেখেছিলেন
অডিটোরিয়াম ভর্তি দর্শককে। এই

সম্মিলিত আবহ পুরো অনুষ্ঠানকে
এক সাংস্কৃতিক মহোৎসবে পরিণত
করে তোলে।

এই অনবদ্য অনুষ্ঠানটি
সুচারুভাবে পরিচালনা করেন
বহরমপুর নৃত্যাশ্রমের কর্ণধার স্বর্ণালী
দে প্রামানিক। তাঁর নেতৃত্ব, পরিকল্পনা
ও নিবেদন এই সঙ্ঘাতকে
সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. দোলা বড়াল ও ড. বিম্বল বন্দোপাধ্যায়, বিশিষ্ট বাচ্যিক শিল্পী মানিমালা চক্রবর্তী। বহরমপুর নৃত্যশ্রমের শারদ উৎসবের এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আরও একবার প্রমাণ করল যে, নিষ্ঠা, প্রতিভা এবং ঐতিহ্য যদি একত্রিত হয়, তবে শিল্প ও সংস্কৃতির এক অতুলনীয় উপস্থাপনা সম্ভব।

পুজোয় সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য উপহার প্রিয়ঙ্কনার বাউল বিটসজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শারদীয়ার প্রাক্কালে সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য বিশেষ এক উপহার নিয়ে এলেন পিয়ঙ্কনা ও বহিজুত মোশন পিকচার্স। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মিউজিক অ্যালবাম বাউল বিটসএং মজল বাংলাবার গানপ্রেমীরা। বাংলার চিরস্বপ্ন বাউল সুরকে আধুনিক বিবরের আবহে মিলিয়ে এই অ্যালবাম যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন খ্যাতনামা শিল্পী পিয়ঙ্কনা শিলাদিত্য, যিনি তান্ময় দাসেরও বেশি সময় ধরে



সংগীতজগতে এক উজ্জ্বল নাম।
আলবামে রয়েছে পাঁচটি সুরেলা
গান, যেখানে ধরা পড়েছে বাউল
সংগীতের নানা রঙ। বাউল
বিটসজ-এর প্রিয়দ্বন্দ্বা শিলাদিত্য
একশিয়াল ইউটিউব প্ল্যাটফর্মের
আনন্ডলি শোনা যাবে। এছাড়াও
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অডিও স্ট্রিমিং
প্ল্যাটফর্মে স্পোটিফাই, অ্যাপল
মিউজিক, অ্যাডামস মিউজিক, জিও
সাবন, ইউটিউব মিউজিক
প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে শুনতে পারবেন।

ଦକ୍ଷିଣ

কলকাতার

স্টুডিওতে

অবস্থার

রিমেকের শুটিং

দক্ষিণ কলকাতার বক সুউড়িতে হয়ে গেল
বহুদিন আগোচিতি অরুন্ধতী, রিমেকের
সুচী। বহু বছর আগে কোলম মল্লিক ও
ইশ্রনীলের অভিনীত 'অরুন্ধতী' দর্শকের
হৃদয় জয় করেছিল। বাণালীর সিনেমার
ইতিহাসে জয়গা করে নেওয়া সেই চরিত্র
এবার ফিরছে একবারে নতুন রূপে, নতুন
আঙ্গিকে। নতুন ছবির মেকআপ ও লুক
ডিজাইনে সজ্জা হয়েছে মেকআপ আর্টিস্ট
মাধবী সান্দ্রা এবং রেমিশ মেকওভার,এর
দক্ষ শিল্পীরা।

